যুগান্তর

তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ...[illegible]......

ভিসির পদত্যাগ

লাগাতার ছাত্র বিক্ষোভের মুখে অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী গতকাল বুধবার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ২৩ জুলাই শেষ রাত্রে শামসুন্নাহার হলে বর্বর পুলিশি হামলার পর ক্যাম্পাসে যে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল ভিসির পদত্যাগের মধ্য দিয়া তাহার অবসান ঘটিবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন ন্যক্কারজনক ঘটনা আগে কখনও ঘটে নাই! ছাত্রসমাজ তো বটেই, গোটা জাতি এই অমানুষিক পুলিশি বর্বরতার বিরুদ্ধে গর্জিয়া উঠিয়াছিল। ছাত্রসমাজের বিক্ষোভ এবং সেই বিক্ষোভের প্রতি সাধারণ মানুষের সমর্থনের পিছনে কোন রাজনীতি ছিল না। অথচ অকারণে বিষয়টিকে জটিল হইবার সুযোগ দিয়া কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত কী অর্জন করিলেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি অবশ্যই আবার স্বাভাবিক হইয়া উঠিবে। কিন্তু পুলিশি নির্যাতনের যে কলঙ্কিত অধ্যায় এই মহান শিক্ষাঙ্গনের ইতিহাসে স্থান করিয়া লইল তাহা মুছিয়া ফেলা যাইবে না। ইহাই আমাদের দুঃখ। ভিসি পদত্যাগ করিয়া প্রকারান্তরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত এক সপ্তাহব্যাপী সংঘটিত লজ্জাজনক ঘটনাবলীর দায় স্বীকার করিলেন। শামসুন্নাহার হলে পুলিশ লেলাইয়া দেওয়া হইতে শুরু করিয়া ঘটনা প্রবাহের বিকৃত ব্যাখ্যা প্রদান এবং সাংবাদিক, শিক্ষক ও ছাত্রদের উপর নির্বিচারে পুলিশি নির্যাতন ভিসির পদত্যাগকে অবধারিত করিয়া তুলিয়াছিল। তবে শুধু ভিসি নহেন এই ঘটনার নেপথ্যে যাহারা জড়িত, যাহাদের হঠকারিতা ও অতিউৎসাহ ক্যাম্পাসের মর্যাদাকে ভূ-লুণ্ঠিত করিয়াছে, তাহাদেরকে অবশ্যই নিজ নিজ অপকর্মের দায় ভোগ করিতে হইবে। ভিসি আনোয়ারউল্লাহ্ চৌধুরী পদত্যাগ করিয়া সঠিক কাজ করিয়াছেন। তবে এই পদত্যাগ তিনি ২৪ জুলাই করিলে শিক্ষক হিসাবে তাহার মর্যাদা এতটা প্রশ্নবিদ্ধ হইত না। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মুখে ছাত্র-বিরোধী অবস্থান গ্রহণকারী ভিসি পদত্যাগে বাধ্য হওয়ায় আমরা স্বস্তিবোধ করিতেছি। তবে ইহাও সত্য যে, একজন প্রবীণ অধ্যাপকের নিজ দোষে এইভাবে বিদায় গ্রহণ একটি দুঃখজনক ঘটনা। ইহা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া শিক্ষকগণ সচেতনভাবে শিক্ষকতা পেশার মর্যাদা রক্ষা করিলে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিবে না। সেই ক্ষেত্রে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশও পবিত্রতর হইবে। গত এক সপ্তাহে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। ইহা পোষাইয়া লইবার স্বার্থে আমরা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়া দিবার জন্য জোর দাবি জানাইতেছি। অন্যথায় অন্য অনেক জটিলতার পাশাপাশি সেশনজট ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলিতে শুরু করিবে। আমরা আশা করি কেহই ক্যাম্পাস লইয়া পানি ঘোলা করিবার চেষ্টা চালাইবেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়া আসুক, তিক্ততা ভুলিয়া সকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা সমুন্নত রাখুক– ইহাই জাতির প্রত্যাশা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে বিজয়ী হইয়াছে। এখন তাহাদেরকে অধ্যয়নে মনোযোগী হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হারানো গৌরব ফিরাইয়া আনিবার সংগ্রামে জয়ী হইতে হইবে।